15 JUN 2008

মুন্সীগঞ্জ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট

১২ কোটি টাকার উন্নয়ন ও শিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্প ভেঙে যাচ্ছে

মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি

চলতি অর্থবছরের ৩০ জুন প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে মুন্সীগঞ্জ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের প্রায় ১২ কোটি টাকার উন্নয়ন ও শিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্প ভেঙে যাবে। সরকারের কোটি কোটি টাকা ক্ষতির পাশাপাশি বেকার হয়ে পড়বেন শিক্ষক-কর্মচারীরা। অনিশ্চিত হয়ে পড়বে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় বিদ্যমান ২০টি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের আধুনিকীকরণ ও ১৮টি নতুন পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট স্থাপন প্রকল্পের কাজ ২০০৬ সালের জুলাই মাসে শুরু হয়। তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক ও তথ্যমন্ত্রী এম শামসুল ইসলাম ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেও বিভিন্ন অজুহাতে কাজ শুরু হয় এক বছর পর। ঠিকাদার কাজ না করায় ওয়ার্ক অর্ডার বাতিল করে পুনরায় দরপত্র আহ্বান করে শিক্ষা প্রকৌশল বিভাগ। চারটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান এ বছরের জানুয়ারি মাসে পাঁচ তলা একাডেমিক ভবন, প্রশাসনিক ভবন, দুই তলা ২টি ওয়ার্কশপ ভবন, অধ্যক্ষের বাসভবন, একটি স্টাফ কোয়ার্টার, বিদ্যুৎ সাবস্টেশন, গভীর নলকূপ ও রিটেইনিং বাউন্ডারি ওয়ালের নির্মাণ কাজ হাতে নেয়। বর্তমানে ৩০ ভাগ কাজ শেষ হয়েছে। বাকি কাজ ১৫ দিনের মধ্যে শেষ করতে হবে, যা কোনভাবেই সম্ভব নয়। এদিকে ১ জুলাই থেকে ঠিকাদাররা। মূল ভবনের নির্মাণ কাজে নিয়োজিত একটি প্রতিষ্ঠানের প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার শামসুল হক জানান, ১৮ মাস সময়ের একটি ভবন ৬ মাসে নির্মাণ করা সম্ভব নয়। ভবনের কাজ শেষ করতে হলে কমপক্ষে আরও ১ বছর সময় দিতে হবে।

মুন্সীগঞ্জে পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের অসম্পূর্ণ ভবন

যুগান্তর

সরকার যদি আমাদের দরপত্র বাতিল করে নতুন দরপত্র আহ্বান করে আমাদের পাশাপাশি সরকারেরও কোটি কোটি টাকার ক্ষতি হবে। শিক্ষা প্রকৌশল বিভাগের উপ-সহকারী প্রকৌশলী হারুনুর রশিদ জানান, সাইড বুঝিয়ে দিতে সময় লেগে গেছে, তারপর ঠিকাদার কাজ না করায় নতুন ঠিকাদারকে দায়িত্ব দেয়া হয় পাঁচ মাস আগে। কাজের অগ্রগতি ভালো। প্রকল্প বাতিল হয়ে গেলে পরবর্তী সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করা হবে। এদিকে ভবন নির্মাণ প্রক্রিয়ার পাশাপাশি ২০০৬-২০০৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে মুন্সীগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজে কম্পিউটার ইলেকট্রনিক্স, ইন্সট্রুমেন্টেশন এন্ড প্রসেস কন্ট্রোল ও ইলেক্ট্রোমেডিক্যাল টেকনোলজি বিষয়ে চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স চালু হয়। ভবনের অভাবে ২০০৬-২০০৭ শিক্ষাবর্ষে দুটি বিষয়ে ৯৬ জন এবং ২০০৭-২০০৮ শিক্ষাবর্ষে ৪৮ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। নিয়োগ দেয়া হয় ৪০ জন শিক্ষক/শিক্ষিকা, কর্মকর্তা ও কর্মচারী। এ ব্যাপারে মুন্সীগঞ্জ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের অধ্যক্ষ মোঃ জহিরুল ইসলাম বলেন, তিনটি কক্ষে অফিস ও ক্লাসের কাজ কষ্ট করে চালানো হচ্ছে। মূল্যবান যন্ত্রপাতি একই জায়গায় রাখা হয়েছে পাশাপাশি করে। ১ জুলাই থেকে এ প্রকল্প আর থাকছে না। ফলে চাকরি হারাচ্ছে দেশের প্রায় দুই হাজার শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী। শিক্ষা গ্রহণের মাঝপথে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। প্রায় ৫শ' কোটি টাকা ক্ষতির মুখে পড়বে সরকার।